বেলা

গীতিকাব্য

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়-প্রণীত

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩১০

বিজ্ঞাপন।

"বেলা"র কতকগুলি কবিতা কোন বিশিষ্ট পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অবশিষ্টের অধিকাংশ নূতন লিখিত এবং অপ্রকাশিত।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গীতি-কবিতার অভাব নাই। জানি না, তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া অপরাধী হইয়াছি, কি না।

ইতি—

গরিবপুর } গ্রন্থকার
সন ১৩১০ সাল, ২৫শে শ্রাবণ।

সূচী।

পৃষ্ঠা

উৎসর্গ

মাতৃচরণে।

মা আমার !

স্বর্গ হ'তে কোন্ রথে, গেছ তুমি কোন্ পথে—
তোমার সংসার খানি করি অন্ধকার !
কোন্ জ্যোতির্ম্ময় লোকে, কে দেখেছে মর্ত্ত্য-চোখে,
কত তারা-দীপ্ত পথ হ'য়ে গেছ পার ?
মা আমার !

কোন্ নিশিহীন দেশে, নীলিমার রাজ্যশেষে—
নূতন প্রভাত বুঝি পেয়েছ আবার !
শুচি-স্নাত পুণ্য দেহ, পেয়েছ নূতন গেহ,
ত্যক্ত পুরাতন ধরা মনে নাই আর !
মা আমার !

কে নিয়েছে বুকে টেনে, ভুলে গেছ সব জেনে,
তোমার বিহনে কারা করে হাহাকার ?
সেথা কি মমতা নাই ? অশোক, অপাপ ঠাঁই,
সেথা কি হ'য়েছ তুমি হেন নির্ব্বিকার !
মা আমার !

রবি, শশী ছাড়ি' দূরে— সে কোন্ অমৃতপুরে—
গেছ চলি মরণের ছাড়ি অধিকার !
সঙ্গহীন পথ থেকে কেবা নিয়েছিল ডেকে,
দিয়েছিল হাতখানি ধরিতে তাঁহার ?
মা আমার !

ক্ষুদ্র গৃহে ছিলে তুমি,— আজি জুড়ে বিশ্বভূমি ;
আকাশের মত ধ্রুব—ব্যাপ্ত একাকার !
প্রতি তরু, প্রতি ফুলে, তোমারে দেখিব ভুলে,
অণু-পরমাণু-মাঝে তোমার বিকার !
মা আমার !

তাই হোক্—তাই হোক্, জ্বলুক্ অন্তরে শোক,
জানিব না—বুঝিব না কোথা মা আমার !
মা আমার চিত্তপটে, মা আমার সর্ব্বঘটে,
অন্তরে—বাহিরে মা যে ব্যাপিয়া সংসার !
মা আমার।

আবাহন।

তরঙ্গের মত এসে, আকুল-উদ্‌ভ্রান্ত-বেশে
পড়ো না বেলায়!
এস তুমি, ধীর—স্থির, দুলিয়া দুলিয়া নীর—
লীলায়—হেলায়।

এস না, উদ্ধত-শির, চূর্ণিতে পাষাণ-তীর,
মত্ত—দুর্নিবার!
এস গো, ক্ষমার মত, সহজ সুন্দর—স্বত—
হৃদয়ে আমার।

বেলা।

এস না, উদ্দাম-রথে, ঘর্ঘরিয়া বক্রপথে,
ঝটিকা তুলিয়া!
এস, মৃদু—তটাহত,— ফেন-চূড়া করি' নত,
দুলিয়া—দুলিয়া।

আমার হৃদয়-'পরে, অধীর আবেগ-ভরে,
এস না গো, ধেয়ে!
এস, শান্ত—সুসংযত, এস, সাধনার মত,
লক্ষ্য-পানে চেয়ে।

কবিতা

বসন্তের নব মঞ্জরীর মত মধুর মূরতি—
এলে তুমি নব-বধূ-বেশে ;
জীবনের হাহাকার—আর্ত্তনাদ-নৈরাশ্যের মাঝে,
কাছে তুমি দাঁড়াইলে এসে !

তখন ঝটিকা-ঝঞ্ঝা হৃদয়ে করিছে তোলপাড়,
মেঘে ঢাকা উপরে আকাশ ;
অনন্তের দীপমালা গিয়াছে নিবিয়া অন্ধকারে,
প্রাণে জাগে গভীর নৈরাশ।

এলে তুমি স্নিগ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়ী-রূপে অমরীর মত—
জীবনের পথ আলো ক'রে ;
দাঁড়াইলে পাশে মম ; শুনাইলে আশামন্ত্র কানে,
চলিলাম সেই পথ ধ'রে !

থেমে গেল ঝঞ্ঝা-বায়ু—উড়ে গেল মেঘ কোন্ দিকে,
শশী, তারা ভাসিল আকাশে !
পাশে তুমি, চির করুণার মূর্ত্তি——ভরসা-রূপিণী,
পূর্ণ প্রাণ——আনন্দ-উচ্ছ্বাসে।

চাহিলাম মুখে তব, না ফুরিল বচন আমার,
চাহিলাম পৃথিবী, গগন :
শত সৌন্দর্য্যের উৎস খুলিল চৌদিকে যেন মম,
মুগ্ধ হ'য়ে মেলিনু নয়ন।

দেখিলাম, হাস্যময়ী ধরা—স্নেহময়ী, দয়াময়ী—
'সুজলা—সুফলা' মা আমার !
মায়ের করুণা মত সিন্ধুর সলিল, দেখিলাম
পূর্ণায়ত—অনন্ত বিস্তার।

কোটি তারা, নীহারিকা, কোটি গ্রহমালা, ছায়াপথ,
কোটি উপগ্রহের বর্ত্তন!—
অনন্তের প্রতিবিম্ব—বিরাট, বিশাল, মহীয়ান্—
দেখিলাম—উপরে গগন!

কি যেন নূতন ভাব—কল্পনা নূতন, দিলে এনে
শুভক্ষণে চিন্তার মাঝারে!
পাইলাম নব দৃষ্টি, প্রেম-পূর্ণ নূতন হৃদয়,
—অভিষিক্ত নয়ন-আসারে!

চলিলাম সাথে তব—বনে বনে, সৈকতে, প্রান্তরে,
দেখাইলে প্রতি তরু, ফুল!
প্রতি তৃণ—প্রতি কুসুমের 'পরে মধুর মমতা——
জাগাইলে কি মোহ অতুল!

বেলা।

যে প্রেম নিবদ্ধ ছিল গোমুখী-গুহায়, বহাইলে
পতিত-পাবনী-ধারা রূপে!
যে প্রেম মানবে ছিল—সংকীর্ণ সীমায়, প্রসারিলে
ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি রোম-কূপে।

তুমিই শিখালে প্রেমে নাহিক বিরহ—অবসাদ,
প্রেম নিত্য—প্রেম সনাতন!
দেবতার পদে প্রেম—পূজা-উপহার,—শিখিলাম,
পাইলাম নূতন জীবন।

দিলে শিক্ষা যোগময়ি! মানবের কর্ত্তব্য মহান্—
সর্ব্ব ভূতে—জড়ে ও চেতনে;
আজি অর্দ্ধ-জীবনের পথে—ভাবিতেছি, মহামন্ত্র
সাধিতে কি পারিব জীবনে?

সন্ধ্যা-তারা।

রবি নয়—শশী নয়, কেবল একটী তারা
অনন্ত আকাশে!
দেশ নয়—রাজ্য নয়, একটী বালুর কণা
মহাসিন্ধু-পাশে!

ধরা হ'তে বহু দূরে— বহু দূরে—বহু ঊর্দ্ধে—
যোজন—যোজন,
সন্ধ্যার আরতি মত জ্বলিছে সন্ধ্যার তারা,
একটী কিরণ।

নিম্নে মর্ত্ত্যবাসী মোরা— যুগ-যুগান্তর ধরি',—
দেখে ম'রে যাই;
যুগ-যুগান্তর ধরি' ভাবিয়া তারার কথা
কূল্ নাহি পাই!

বেলা।

তবু যেন মনে হয়— পৃথিবীর পুণ্যভাগ,
পৃথিবীর সার,
আর কোথা নাহি থাক্, অই দীপ্ত রাজ্যে বুঝি
আছে তারকার।

এমন রবির ছবি, এমন শশীর শোভা,
তবু খুঁজি তারা!
ধরণী-জননী হেন— কোলেতে উঠিয়া তাঁর,
তবু খুঁজি তারা!

জীবনের এই পারে— হ'বে বুঝি, রবি, শশী—
দু'দিনের তা'রা,—
উত্থান-পতন-শীল এই জীবনের মত ;
অন্য পারে তারা।

উদয়াস্ত,—বৃদ্ধি-ক্ষয়— হউক ভাস্বর,—তা'রা,
তাহাদের আছে!
পৃথিবীর শশী, সূর্য্য— পৃথিবী লইয়া ঘুরে,
পৃথিবীর কাছে।

স্থূল জগতের রবি, স্থূল জগতের শশী,
অনন্তের তারা!
তাপ নাই—ছায়া নাই— কেবল একটী স্নিগ্ধ
কিরণের ধারা।

পূরবের রবি, শশী পশ্চিমে ডুবিয়া যায়
নিবিয়া—নিবিয়া।
শুধু এক বিন্দু জ্যোতি— এক বিন্দু পুণ্য থাকে
অনন্তে ফুটিয়া।

একটী তরণী যেন স্থির নীলিমার মাঝে—
মহা-পারাবারে।
একটী সন্ধ্যার দীপ— যেন কোন্ লোকালয়ে,—
জীবনের পারে!

ধূ-ধূ-ধূ বিস্তার ঊর্দ্ধে কেবল নক্ষত্র এক,
নীচে—দিক্-হারা—
অনন্ত সমুদ্র-পথে আমরা——মানব-যাত্রী,
লক্ষ্য অই তারা!

তাই রবি, শশী ছেড়ে— আকাশে চাহিয়া থাকি—
কোথা তারা জ্বলে।
তাই তারা-পানে চেয়ে জন্ম-জন্মান্তর-কথা
হৃদয়ে উথলে।

দান।

আজো ভরা-অনুরাগে,
ধ্যেয়-মূর্ত্তি হৃদে জাগে,
আজো সেই চিন্তা—সেই কামনা একই!
আজো সেই অনুরাগ,
নিরাশা-কালিমা-দাগ,
মুছিতে হৃদয় হ'তে পারিলাম কই?

আজিও বাঞ্ছিত-তরে
কেন রে নয়ন ঝরে?
আজো বুঝিল না মন, মিছে হাহাকার!
আজিও অপূর্ণ সাধে,
কেনরে পরাণ কাঁদে,
আজো ঘুচিল না কেন মনের বিকার?

হৃদয়ের সার যাহা,
একে একে দিনু তাহা—
অঞ্জলি অঞ্জলি পূরি' চরণে তাহার !
চাহি নাই প্রতিদান,
চাহি নি' চরণে স্থান,
নীরবে জপেছি মন্ত্র প্রেম-দেবতার।

বুকে এঁকে মূর্ত্তি তার,
পূজিয়াছি অনিবার,
শয়নে—স্বপনে শুধু সেই এক ধ্যান !
তবু মনে জাগে খেদ—
সে—আমি আজিও ভেদ,
ঘুচিল না এত দিনে স্বার্থ-ব্যবধান !

হৃদয়ে শূন্যতা নাই,
সে যে জুড়ে সব ঠাঁই,
তবু তারে দিতে চাই—হা পাগল মন!
কোথা দীন—আমি নিঃস্ব,
দিতে তারে চাহি বিশ্ব,
বুঝি না ত এ রহস্য গভীর কেমন!

ছিঁড়িয়া ক্ষুদ্রতা-পাশ,
একি দুরাকাঙ্ক্ষা—আশ—
অনন্ত—অপরিমেয় দিতে চাহি দান!
বুঝি ক্ষুদ্র হৃদিপুরে,
অসীম ব্রহ্মাণ্ড স্ফূরে,
যত দিতে চাই,—তত বাড়ে পরিমাণ।

প্রকাশ।

কখনো বলি নি' যাহা, আজ সেই কথা, দেবি,
শুনিতে কি বাসনা তোমার ?
যে ব্রত জীবন-পণে, দেবতা-শপথ করি'
রুধিয়াছি হৃদয়-দুয়ার !

আজ সে মন্দির ভাঙি, দেখিতে চাহিবে কি গো,
চির-ধ্যেয় সাধনার ধন ?
খর্ব্ব কি করিবে তার— হৃদয়ের প্রেমগর্ব্ব,
চূর্ণ করি' সে কঠিন পণ ?

লক্ষ চক্ষে ব্যক্ত হ'বে, হ'বে ক্ষুদ্র—সাধারণ,
যে ব্রহ্মাণ্ড চাপিয়াছি বুকে !
বর্ষ-যুগ-পরিমেয়— তপস্যার তীব্র তৃপ্তি
গ্রাসিবেক মুহূর্ত্তের সুখে।

রুদ্ধ করিয়াছি দ্বার— শুদ্ধ অন্তঃপুরে মম
করিও না নিষ্ফল আঘাত;
মোহ নয়—মায়া নয়, কঠোর-নিবৃত্তি-সুখ—
আজীবন-সাধনা-সঞ্জাত!

রূপ নাই—স্পৃহা নাই, অমূর্ত্ত—অরূপ সেই—
আমার সে চিদানন্দময়ী!
আমার বৈরাগ্য—মন্ত্র, কামনা-সংহার—পূজা,
প্রেম মম—সর্ব্ব-দুঃখ-জয়ী!

করিও না ক্ষুদ্র—তারে, 'তপস্যারে' প্রেম বলি'—
করিও না তার গর্ব্ব হানি;
ধ্রুব সেই—লক্ষ্য সেই, জীবন—সাধনা তার,
সে পূজায় নাহি জানাজানি।

আরাধ্যা।

দুঃখ মম—দৈন্য মম, থাক্ চির-সঙ্গি-সম,
নাহি ভাবি তায়!
তিরস্কার—পুরস্কার, যশ-অপযশ-ভার
দিছি তব পায়!
তোমাতেই অনুরাগী, রাখিয়াছি তোমা' লাগি'
যা' ছিল আমার;—
আমার আকাঙ্ক্ষা, আশা, আমার ভাবনা, ভাষা,
হৃদয়ের সার।

চাহিব না কারো মুখে, রাখ দুখে—রাখ সুখে,
জীবনে—মরণে!
হয় হবে পরাজয়, তাহে দেবি, নাহি ভয়,
নাহি ভাবি মনে!

শত লোকে—শত কাজে রয়েছে বিশ্বের মাঝে,
—আমি উদাসীন ;
উন্মাদ—পাগল-পারা, কার প্রেমে আত্মহারা,
যাপি নিশি, দিন ?

ও কার মঞ্জীর-রব, কানে করি অনুভব,
কোথা হ'তে আসে ?
ও কার অলক-গন্ধ, ভাসে ওগো মৃদুমন্দ—
সন্ধ্যার বাতাসে ?
প্রাবৃটে মেঘের কোলে, ও কার নিচোল দোলে
শ্যামল শোভায় ?
ও কার চরণ লুটে', রক্ত-কোকনদ ফুটে
শারদ ঊষায় ?

ভাব-ভোরে ডুবে থাকি,　　তোমারে হৃদয়ে রাখি,

হে আরাধ্যে, মম!

ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে যাই,　　ও করুণ মুখ চাই—

চির নিরুপম!

অভাব-সহস্র ল'য়ে　　জীবন যে যায় ব'য়ে,

দুঃখ নাহি গণি!

কাটে দিন অর্দ্ধাশনে,　　স্পর্দ্ধা দেবি, রাখি মনে—

রেখেছ এমনি!

যে দৈন্য তোমার তরে,　　বহিব তা' অকাতরে

গর্ব্ব ভাবি' মনে!

বর-হস্তে দে'ছ যাহা,　　শিরে তুলি' ল'ব তাহা—

হে দেবি, যতনে।

শত-অনাদর-মাঝে,　　তোমারি করুণা সাজে,

—তাই নে'ছ ডেকে!

মলিন ললাটে মম,　　তিলক উজ্জ্বলতম,

তাই দে'ছ এঁকে!

অসময়।

তখন দেখিনি' চেয়ে, সেই টুকু ক্ষুদ্র বুকে—
বহিত সে কি প্রেম দুর্জ্জয়!
স্নিগ্ধ-আঁখি-তটে তার, কি করুণা উছলিত,
আজি তাহা বুঝাবার নয়!
ব্যর্থ-প্রেমরাশি দিয়ে, পায় নাই এত টুকু,
চায়নি' সে কভু প্রতিদান!
হৃদয়ের প্রেমপুষ্প— না বুঝে সে দিয়েছিল,
ভাবে নাই—হ'বে ধূলি-ম্লান।

দেখি নাই আঁখি তুলে, কিশোরীর সেই দান—
—স্বার্থহীন আত্মনিবেদন!
আজি যেন মনে হয়— শুধু একজন বুঝি—
পূজা তার ক'রেছে গ্রহণ!

অবজ্ঞাত প্রেম তার, লুকা'য়েছে তার সনে,
সে ত আর পৃথিবীর নয় ;
বসন্ত গিয়াছে কবে, কুসুম ঝরিয়া গেছে,
আজ মম হ'য়েছে সময় !

জ্যোৎস্না নিবে গেছে কবে, শশী কোথা লুকা'য়েছে,
প'ড়ে আছে আঁধার আকাশ !
বাঁশরী নীরব হ'য়ে কখন্ গিয়াছে থেমে,
আজ কি হ'য়েছে অবকাশ ?
মালা কবে শুকা'য়েছে— ভ্রষ্ট—সূত্রসার হ'য়ে,
এত দিন পরি নাই গলে !
এ জীবনে এক দিন শুভ ঊষা জেগেছিল,
সে কি শুধু গিয়াছে বিফলে ?

আজি দগ্ধমরু-বুকে— খুঁজিতেছি মধ্যদিনে

কোথা ছায়া—শ্যামল শীতল !

সতৃষ্ণ-অঞ্জলি-ভরি' সংসার দিয়াছে, কিগো,

প্রায়শ্চিত্ত—স্বার্থের গরল ?

দাও—দাও পূর্ণ করি' আমার এ ভিক্ষাপাত্র—

কোথা সেই কিশোর-প্রণয় !

আজি শুষ্ক-নদীতীরে, ঘুচিয়াছে ভ্রম মম,

আজ মম হয়েছে সময় !

তুলনা।

তুমি দিয়েছিলে নারি, বাসনার সুধা
তুলি' নিজ হাতে ; ওগো উন্মদ-চুম্বনে
জাগাইয়া দিয়েছিলে নিখিলের ক্ষুধা,
উন্মাদনা ঢেলেছিলে ধরার যৌবনে !
প্রেম যাহা দিয়েছিলে, সে ত প্রেম নয় ;
সে যে আত্মপ্রতিষ্ঠার শুধু নামান্তর !
নর-ভাগ্য ল'য়ে খেলা—সে যে গো প্রলয়,
তোমার মলয়-শ্বাসে জাগে বৈশ্বানর !

আর একজন নারি,—করুণা-রূপিণী,
মেঘচ্ছায়া দেছে রৌদ্রে ; শুষ্ক কণ্ঠে বারি ;
অশ্রু—পতিতের তরে ; বিশ্ব-বিপ্লাবিনী—
দেছে প্রেম-ভোগবতী হৃদয়ে সঞ্চারি' !
প্রেমময়ী—ক্ষমাময়ী – স্বার্থ-বিরহিতা—
জীবনের চিরারাধ্যা—সে মম কবিতা।

কতদিন পরে।

বুঝি বর্ষ, যুগ গত—
আজি কতদিন পরে,
সায়াহ্ন-স্বপন-মত
দিলে দেখা ক্ষণতরে!

তৃষিত মরুর 'পরে
কেন তুই বিন্দু বারি?
যুগান্ত বিরহ-পরে—
কেন এ ছলনা, নারি!

এত সাধ্য-সাধনার
আরাধ্যা কোথায়—কই?
চির ধ্যান-ধারণার—
সে দেবতা—প্রেমময়ী?

দগ্ধবুকে—মুগ্ধ প্রাণে—
চেয়েছিনু তোমারে কি ?
বিরহের অবসানে—
আজি কেন হেন দেখি ?

ভুলে ছিনু—ভাল ছিনু,
গেছে কত বর্ষ ঘুরে।
ভুলে ছিনু—ভাল ছিনু,
তুমি আর আমি দূরে।

কেটেছে তখন দিন—
সুখে, দুখে মেশা-মেলা !
সেই পরিবর্ত্ত-হীন—
রৌদ্র আর মেঘে খেলা !

কখন মলয়ানিল—
দিয়ে গেছে পরশন ;
কখন প্রচ্ছায়-নীল—
মেঘে ঢাকিয়াছে মন !

পৃথিবীর কোলাহল,
বিহগের কলগান ;
নদীজলে ছল-ছল,
মুখরিত দিনমান ;—

—এরি মাঝে কেটে গেছে-
সুদীর্ঘ বিরহ-বেলা !
তার পর, কে এনেছে
মিলনের অবহেলা ?

ছিলে তুমি দেবী হ'য়ে-
মানস-আসনে মম !
এলে তুমি লোকালয়ে
পতিত-দেবতা সম ।

মিলন-বিরহাতীতে,
তুমি চির-ধ্যেয় ধন ;
কিবা দিতে—কিবা নিতে—
এলে তুমি অকিঞ্চন ?

সকল সম্পদ হ'তে—
দিয়েছিনু সারতম !
আজি কোন্ দৈন্য-স্রোতে—
এলে তুমি তৃণসম !

অনাদৃতা।

তুমি ত চাওনি' স্নেহে—
দেখনি বিরূপ-দেহে,
অনাদরে কেটে গেছে একটী জীবন !
তুমি খুঁজেছিলে যাহা,
রূপ-নিঃস্ব—আমি তাহা—
দিতে পারি নাই ব'লে ক'রেছ বর্জ্জন।

তোমার মনের মত—
আপনারে গড়ি কত,
ঢাকিতে পারিনা তবু ত্রুটি আপনার !
শত অপূর্ণতা ল'য়ে,
শত অনাদর স'য়ে,
প'ড়ে আছি জগতের পাশে—একধার !

আমার পরাণপুটে—
নিভৃতে যে কলি ফুটে,
ঢাকিতে পারিনা তারে বিফল যতনে!
তৃণ,—সে'ও ফুল ধরে,
মৃদু-গন্ধে বায়ু ভরে,
আমার এ প্রেম কত রাখিব গোপনে?

প্রেম কোথা বাধা মানে,
মরমের মাঝখানে—
নিজ মহিমায় সে যে নিজে ফুটে রয়!
সে যে গো আরাধ্য-তরে
অর্ঘ্য হ'য়ে স্বত ঝরে,
হায়—হায়, বুঝিলেনা রমণী-হৃদয়।

চাহি নি'ক প্রতিদান,
চাহিনি চরণে স্থান,
কেবল বাসিতে ভাল দিবে অধিকার!
শুধু ওগো, কায়মনে
পূজিব হৃদয়াসনে,
তুমি দেবতার মত রহিবে আমার !

সম্পূর্ণ প্রেম।

হৃদয়-গোমুখী হ'তে ক্ষীণ স্রোতস্বতী—
আপনাতে ছিল লীন—ক্রমে বেগবতী—
উচ্ছ্বসিয়া দুই কূল ছুটিয়াছে কবে!
মধ্যপথে বিলাইয়া মানব-মানবে
আপন অমৃত,—তীরে তীরে উর্ব্বরতা,
পেয়েছিল আপনার অর্দ্ধ সার্থকতা!
কবে ছিল ক্ষুদ্র নদী সিকতা-শয়নে,
মৃদু বীচিভঙ্গ তা'র দেখিনি' নয়নে;
ভরিয়া উঠিল কবে পরার্থের মত—
আপনারে জগতের করি' অনুগত!
মগ্ন করি' দিল তট, তবু আকিঞ্চন,
কূলে কূলে পূর্ণ,—তবু অপূর্ণ যেমন!
সে আজি তোমাতে পড়ি' পূর্ণ একাকার—
অভিন্ন সাগর-সনে, আজি নির্ব্বিকার।

ধ্বংস-সংগীত।

সমস্ত জীবন ধরি',　　মিথ্যা রচিলাম, কি গো,
সিন্ধুতীরে বালুকার ঘর ;
আসিবে তরঙ্গ এক—　　কোথায় লইবে মুছে,
—চিহ্ন তার করিবে অন্তর !
প'ড়ে র'বে শূন্য তীর—　　ধূ-ধূ-ধূ বিস্তার শুভ্র,
মেঘমন্দ্রে ডুলিবে সাগর ;
প'ড়ে র'বে কর্ম্মক্ষেত্র—　　সমুদ্র-বেলার মত ;
জেগে রবে মৃত্যু নিরন্তর !

আমাদের কর্ম্মসীমা—　　কে জানে অমনি বুঝি,
মৃত্যু তার পরিখা কেবল !
এক কর—আর নাশে,　　এক গড়'—আর ভাঙে,
আমাদের নিয়তি প্রবল !

বেলা।

যুগ-যুগান্তর হ'তে— আসিয়াছে জনস্রোত,

প্লাবনের মত সে বিফল !

সেই মরুময় তীর, সেই বালুময় বেলা,

প'ড়ে আছে—কোথা গেছে জল।

সেই তীরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি—আগে পাছে

প্রলয়ের শুধু অভিনয় !

উত্থান-পতন-রেখা— একটা অঙ্কন নাই,

আমাদের বৃথা অস্তোদয় !

পৃথিবীর ধূলা-মাটী, যেমনি করিয়া গড়',

একটী নিশ্বাস নাহি সয় ;

উঠে পড়ে যত লোক, যে কাঁদে, যে হাসে আর,

বুঝি না'ক, জয় পরাজয় !

সবাই কাঁদিয়া বলে— কিছুই হ'লনা বুঝি,
বৃথা যায় জনম জীবন ;
অসীম বিশ্বাস করি' গ'ড়ে তুলি দুই হাতে,
ভেঙে পড়ে বালুর মতন !
বুঝিনা'ক জন্ম কেন,— এই বিনাশের স্রোতে
কে আমরা দীন অকিঞ্চন !
এমন অপরিহার্য্য— নিয়তির দাস হ'য়ে
পলে পলে সহি'ছি মরণ !

দাও তবে, তুলে দাও, অই মহাকাল-স্রোতে
জীবনের কল্পনা—জল্পনা !
দাও স্বার্থ—দাও প্রেম, দাও স্নেহ, ভক্তি—প্রীতি,
দাও তুলে জীবন-যন্ত্রণা !
তৃণ হ'তে লঘুতর তুলে দাও—ভেসে যাক্,
আমাদের কামনা—বাঞ্ছনা।
তার পর, ডুবে যাক্— এ জীর্ণ জীবন-তরি,
ঘুচে যাক্ জন্ম-বিড়ম্বনা !

C

মৃত্যু ।

যদি কেহ থাকে মম বন্ধু প্রিয়তম,
ওগো মৃত্যু, জানি ধ্রুব তুমি সেই জন ।
যে দিন জীবন-বর্ত্মে পশিনু প্রথম,
তুমি তারি প্রান্তে এসে দাঁড়া'লে তখন !
নহ তুমি দয়াহীন, কঠোর নির্ম্মম ;—
শত-পরিত্যক্ত জনে করি'ছ গ্রহণ ।
তোমারি অভয়-বাণী পশি' কর্ণে মম,
দেছে শক্তি সুখে দুঃখে বহিতে জীবন !

শত অত্যাচার—শত উৎপীড়ন-মাঝে——
আছি অবিচল শুধু তোমারে চাহিয়া !
টুটেনিক ধৈর্য্য তাই, পড়ি নাই লাজে,
শত অস্ত্রাঘাতে বুক দিয়েছি পাতিয়া !
দিবে অবসর কবে পৃথিবীর কাজে,
ভাবিতেছি—দিবে কবে নয়ন মুদিয়া !

নবজীবন।

জীবনের লেখা-জোখা পুরাণ হিসাব-
তুমি মুছে দাও!
ভুল-চুক—কাটা-কুটি,
নিকাশের শত ত্রুটি,
একবার ক্ষমা ক'রে যাও।
তুমি মুছে দাও!

নূতন করিয়া আমি লিখিব আবার—
জীবন-পাতায়;
আবার নূতন করি',
আবার নূতন ধরি',
বিরচিব নূতন অধ্যায়!

বেলা।

ভাবনার—কামনার—মুছে দাও তুমি—

পুরাতন ছাপ!

ভাল বলি' বুঝেছিনু,

বড় বলি' পূজেছিনু,

—বুঝি নাই, পুণ্য আর পাপ!

দূরে যা'রে ভেবেছিনু ধ্রুবতারা মম,

—সে যে উল্কাশিখা!

সমস্ত জীবন মিছে,

ছুটিলাম যা'র পিছে,

—শেষে দেখি, সে যে মরীচিকা!

আদরে বসা'নু যা'রে চির-বিশ্বাসের—

অচল আসনে;

নাহি জানি, কোথা হ'তে,

কোন্ পঙ্কিলতা-স্রোতে,

নিয়ে গেল ভাসায়ে কেমনে?

আপনারে বুঝি নাই ;—একান্ত নির্ভরে—
চাহিনি' তোমায় ;
দ্বিধা—সংশয়ের মাঝে,
গেছে দিন শত কাজে,
বাসনার শত ছলনায় !

সুখে দুঃখে জানিয়াছি যে কথা এখন,
আগে জানি নাই !
অনেক হ'য়েছে ত্রুটি,
এবে ভ্রম গেছে টুটি,
একবার তাই ক্ষমা চাই !

এবার বুঝেছি ভুল, কাটিয়াছে ঘোর,—
পেয়েছি সন্ধান !
লক্ষ্য হ'তে পড়ি' দূরে,
জীবন গিয়েছে ঘুরে,
নব পথে করিব প্রয়াণ !

বেলা।

তুমি মম মহাদর্শ,—তোমারে ধরিয়া
গড়িব জীবন!
তুমি আছ- আমি আছি,
আজ তাহা বুঝিয়াছি,
মাঝে নাই আর কোন জন!

নববর্ষে।

হে নূতন, নাহি জানি—হে অপরিচিত,
জীবনের কোন্ ক্ষণে হইলে উদয়!
সুখ দুঃখ যাহা দাও, হ'ব তাহে প্রীত,
নতশিরে ল'ব ওগো, জয় পরাজয়!
দিবে কারে জয়মাল্য—মহিমা-মণ্ডিত,
তোমার নিশ্বাসে কোথা জাগিবে প্রলয়!
দিবে মুছে কার ভালে তিলক অঙ্কিত,
আছে বুঝি তারি মাঝে মানবে অভয়!

উৎসাহের মন্ত্র তুমি শুনাইবে কানে
পতিতের; উঠিবে সে ত্যজি ধরাসন!
আশা-হীনে দিবে আশা, শোকার্ত্ত পরাণে
সান্ত্বনার স্নিগ্ধ বারি করিবে সিঞ্চন!
দুর্গম জীবন-পথ তোমার কল্যাণে
উত্তরিব, জানি আমি,—হে বর্ষ নূতন।

আয় দুঃখ—আয়।

আয় দুঃখ—আয়!

হৃদয়-কমলাসনে, বসাইব সযতনে,

প্রীতি-পুষ্প দিব তব উপহার পায়;

আয় দুঃখ—আয়!

বিরহ-মথিত সুধা, মিটাইবে তব ক্ষুধা,

লাগিবে নয়ন-জল তব অর্চ্চনায়;

আয় দুঃখ—আয়!

সাধিয়া দেখেছি সুখ, ভরে না তাহার বুক,

জীবন যৌবন দিয়ে, তবু না কুলায়,

তবু হায়, হায়!

সর্ব্বস্ব করিয়া পণ, পাই নাই তার মন,

চির-অপরাধি-মত নত তার পায়!

আয় দুঃখ—আয়।

বুকের শোণিত পিয়ে, কি গেল আমারে দিয়ে?

রেখে গেল চির দিন ব্যাকুল ব্যথায়;

—চির পিপাসায়!

দীপ্তি নিয়ে গেল সুখ, ধূমিত নির্ব্বাণমুখ—

প্রদীপের মত করি' রাখিয়া আমায়.

আয় দুঃখ—আয়!

চাহিনা ক্ষণিক আলো, চির অন্ধকার ভালো,

বিশ্বব্যাপী প্রেমে তার সব ডুবে যায়!

আলো কেবা চায়?

চাহি না বাসন্তী-হাসি, চাঁদের জ্যোৎস্নারাশি,

এতটুকু মেঘে যা'র লাবণ্য লুকায়,

আয় দুঃখ—আয়!

বর্ণহীন – রূপহীন, আপনাতে চির লীন,

আমি চাই অন্ধতম নিবিড় নিশায়,—

মগ্ন মহিমায় !

সে ত ভেদ নাহি জানে, আত্ম-পর বুকে টানে,

সে মম দুঃখের মূর্ত্তি—নমি তার পায়,

আয় দুঃখ – আয় !

অন্ধকারে।

অনেক জানিতে গিয়ে পʼড়েছি অনেক ভ্রমে,
আপনার ক্ষুদ্রতা-বন্ধনে!
ক্ষুদ্র দীপ ল'য়ে হাতে,
শশী-তারা-হীন রাতে,
তব অন্বেষণে--
আপনার ছায়া পড়ে—না দেখি নয়নে!

কোথা তুমি—কোথা তুমি, জন্মভোর খুঁজিয়াছি—
অন্ধকারে ক্ষীণ দীপ করে!
হেথা জ্ঞান নম্রশির,
ধূলি-লীন পৃথিবীর!
নিজ পদভরে—
দাঁড়াইতে নাহি পেরে, লুটাইয়া পড়ে

বেলা

জ্ঞান-গর্ব্ব-ছায়া-মাঝে তোমারে হারা'য়ে ফেলি,

বহি শুধু আপনার ভার !

বদ্ধ হ'য়ে তর্কজালে,

মুক্তি নাহি কোন কালে—

নাহি পাই দ্বার !

কি ঘোর সন্দেহ আনে জটিল বিচার !

দাও দেব, নিবাইয়া— এ ক্ষুদ্র প্রদীপ মম,

জেগে উঠ তুমি ধ্রুবতারা !

প্রেমের উদয়াচলে,

দেখা দিক্ ঝলঝলে,

স্নিগ্ধ রশ্মি-ধারা !

ভাব-ভোরে ডুবে যাই প্রেমে আত্মহারা !

বেলা।

প্রকৃতি গো, একবার তুলে ধর যবনিকা—
খুলে লও রঙ্গিল অঞ্চল!
নিবে যাক্ রবি শশী,
তারকা আঁধারে পশি,'
উর্ব্বর-শ্যামল—
ধরাপৃষ্ঠ হোক্ মরু—কঙ্কর কেবল।

দেখি কোথা' লুকা'য়েছ, আমার বাঞ্ছিত ধনে,
নীলিমার অন্তরালে ঢাকি'!
টুটে যা'বে ব্যবধান,
বিরহ-ব্যাকুল প্রাণ—
যুগে-যুগে থাকি'
র'বে তাঁর পানে চেয়ে অপলক-আঁখি!

সন্ধ্যায়।

পল্লিপ্রান্তে তরুশিরে, সন্ধ্যা নামিতেছে ধীরে,
কাল ছায়া পড়িয়াছে জলে !
গ্রাম্যবধূ গৃহমুখে, কলসী লইয়া সুখে,
সিক্তবাসে—ক্ষিপ্র পদে চলে !
কটিতটে ঘট ছল-ছলে।

দূর ক্ষেত্র'পর দিয়া— পক্ক শস্যগন্ধ নিয়া—
বহে স্নিগ্ধ হেমন্তের বায় !
ক্বচিৎ কাকের দল, করি' মৃদু কোলাহল,
মাথার উপর দিয়া যায়—
আপনার নিভৃত কুলায় !

তরুর কোটর ছাড়ি'— নিঃশবদে পাখা নাড়ি'
পেচক উড়িল অন্ধকারে !
নিবে আসে সন্ধ্যালোক, গ্রামপথে নাহি লোক,
সুপ্তি যেন ঘেরে চারি ধারে !
একা ব'সে ভাবিতেছি কারে ?

আঁধার ঘনা'য়ে আসে, দেখিতে না পাই পাশে,
প্রাণ খুঁজি প্রাণের ভিতর !
কোথা গৃহ—কোথা সুখ, কোথা সব প্রিয়মুখ,
কিছু নহে দৃষ্টির গোচর !
বড় একা আমার অন্তর ।

কোথা যেন নির্ব্বাসিত, একক—অপরিচিত,
এ নয় গো পৃথিবী তেমন !
রবি নাই এ আকাশে, ফুলদল নাহি হাসে,
নাহি হেথা বিহগ-কূজন ;
জাগে শুধু বিরহ-বেদন !

এমন বিরহ-মাঝে— কেবল তাঁরেই সাজে,
হয় যদি তেমন মিলন !
বাহিরে মুদিয়া আঁখি, কেবল অন্তরে থাকি',
শুনি শুধু বক্ষের স্পন্দন—
হয় যদি তেমন মিলন !

বেলা।

কোন বাধা নাহি র'বে, মিলনের মত হ'বে,
শব্দহীন স্তব্ধ অন্ধকার!
পরাণে জাগিবে স্পর্শ, বুঝিব না ব্যথা হর্ষ,
সুখ দুঃখ হ'বে একাকার;—
হ'বে হেন মিলন আমার!

পৃথিবীর 'পরে নত, অই অন্ধকার মত,
রবে সে গো ঢাকিয়া আমায়!
আমারে মিশা'য়ে ল'বে,— ব্যবধান নাহি র'বে,—
আপনার নিবিড় ছায়ায়!—
হ'বে হেন মিলন সন্ধ্যায়!

মরণের প্রতি।

গলিত লাবণ্য নহে, পলিত কুন্তল ;
বুকভরা ভালবাসা,
শতেক অপূর্ণ আশা,
উদ্বেলিত ভাদ্র-গঙ্গা, কূলে কূলে জল,—
চাহ যদি এমন যৌবন,
আমি দিব তোমারে, মরণ !

প্রিয়তমা-বাহুপাশ-বদ্ধ-আলিঙ্গন—
ভুলে' প্রেম-অনুরোধ,
চাহ যদি জন্মশোধ,—
করিব না—করিব না বিলম্ব তখন !
চাহ যদি সেই শুভক্ষণ,
আমি দিব তোমারে, মরণ !

এক পদ, এক পদ এক পদ——আর,
উত্তরিতে যশোধাম,
পূরাইতে মনস্কাম,
আনন্দে পরিতে কণ্ঠে নন্দন-মন্দার ;—
চাহ যদি আমারে তখন,
আমি দিব তোমারে, মরণ !

শত কল্পনার রাজ্য, সোনার স্বপন,
আমি দিব ভেঙে চূরে,
ছুড়ে ফেলে দিব দূরে
মায়া-নাগিনীর শত বজ্র-সংবেষ্টন ;—
ছিন্ন করি' আমার জীবন—
আমি দিব তোমারে, মরণ !

কলকণ্ঠ-মুখরিত-মঞ্জুকুঞ্জ-বন ;
উন্মদ বসন্ত-স্পর্শে,
ধরণী শিহরে হর্ষে ;
দক্ষিণ-অনিল করে আনন্দে বীজন ;
চাহ যদি বসন্তে জীবন,
আমি দিব তোমারে, মরণ !

সুখে দুঃখে আপনার পৃথিবী এমন.
এমন সোনার ছবি,
সোনার শশাঙ্ক, রবি—
দেখিতে চাহিনা, দিও মুদিয়া নয়ন ;
চাহ যদি একান্ত জীবন,
আমি দিব তোমারে, মরণ !

এস সখে—এস প্রিয়, হৃদয়ের ধন—
দাও মম করে কর,
শীতলিয়া কলেবর,
আর দাও প্রাণান্তক একটা চুম্বন !
বিনিময়ে সর্ব্বস্ব—জীবন,
আমি দিব তোমারে, মরণ !

দুৰ্দ্দিনে।

সুখের উজ্জ্বল দিনে দুর্দ্দিনের মত তুমি

এসেছিলে কবে ;

সুনিবিড়-শান্ত-ছায়ে ঢেকে দিয়েছিলে মোর

সুখের গরবে !

শুষ্ক হৃদয়ের কূপে— মুক্ত করি' দিয়েছিলে

স্বচ্ছ উৎস খানি ;

উৎসবের কোলাহলে বেজেছিল কর্ণে মম

—কার বজ্রবাণী ?

কবে এসেছিলে তুমি— দেখি নাই আঁখি তুলে,

চাহি নি' তোমারে !

ডাকি নাই—চিনি নাই, ফিরে গিয়েছিলে কবে

আমার দুয়ারে !

বেলা

মলিন দৈন্যের বেশে, কবে দিয়েছিলে দেখা

অতিথির মত ;

চাহি না তোমারে—বলি' হয়ত বলিয়াছিনু

বচন উদ্ধত !

কবে এসেছিলে তুমি— সুখের প্রদীপ মম

নির্ব্বাপিত করি' ;

অন্ধকার—হাহাকারে তখন তোমারে যে গো,

লই নাই বরি' !

বাত্যা-মত আলোড়িয়া এসেছিল বিঘ্ন কবে,

তুমি তারি সাথে !

তুমি এনেছিলে যাহা, সে তোমারি দান,

ধরি নাই মাথে !

ফিরে গেছ কত বার— আমারি দুয়ার হ'তে,

চিনি নাই তবু!

সুখে তুমি—দুঃখে তুমি, আলো—অন্ধকার তুমি,

বুঝি নাই কভু!

যখন যে ভাবে এস, তোমারে লইতে হ'বে—

একান্ত নির্ভরে!

হারা'য়েছি শতবার বেছে নিতে গিয়ে তোমা'

—শুধু দ্বিধাভরে!

বর্ষা-বন্দনা।

প্রশান্ত সন্ধ্যার মত দিগন্ত আঁধার করি'—
এস তুমি, হে বরষা-রাণি!
নব বারি-অভিষেকে দাও-দাও স্নিগ্ধ করি'
ধরণীর তপ্ত বক্ষ খানি।
নীলাঞ্জন-নিন্দি-নীল— মেঘাঞ্চলে ঢেকে দাও
রবিদগ্ধ পাটল আকাশ;
কূটজ-কেতকী-গন্ধে ভারাক্রান্ত করি' দাও—
আর্দ্র—স্নিগ্ধ তোমার বাতাস!

তব আগমন-সনে শুনিবে চকিত বিশ্ব
বজ্রকণ্ঠে মঙ্গল-নির্ঘোষ!
আনিবে কল্যাণ-শান্তি আর্ত্ত-হাহারব-মাঝে,
তৃষিতের পূর্ণ পরিতোষ!

তোমার শ্যামল কান্তি উছলিবে শস্যগুচ্ছে,—
তরু-শিরে—নব দূর্ব্বাদলে !
তোমার তড়িত-হার জড়িত করিয়া দিবে
সদ্যঃস্নাত ধরণীর গলে।

বর্ষণ-মুখর তব ছায়াময় দ্বিপ্রহরে—
ঢেকে দিবে স্বপ্ন-আবরণ !
নিদ্রালু সন্ধ্যার মত— স্তিমিত করিয়া দিবে
দিবসের দীপ্ত জাগরণ !
বিরহী যক্ষের মত— বিশ্বের হৃদয়-তটে—
উছলিয়া দিবে প্রিয়াশোক ;
আকাশ ভরিয়া তার ধ্বনিয়া উঠিবে গুরু
মেঘমন্দ্রে বিরহের শ্লোক !

উপরে প্রচ্ছায়—নীল মেঘে ঢাকা রবি, শশী,
নিম্নে তার চির-অন্বেষণ ;
যুগ-যুগান্তর ধরি' কে বুঝেছে এ রহস্য,
কেবা তার পেয়েছে কারণ ?
ধরার আনন্দ-ছবি ম্লান করি' দেয় মেঘে,
ছায়া তার কেন পড়ে মনে ?
কেন ঘনাইয়া তুলে অতীতের অন্ধকার,
ভুলিতে যা' চাহি প্রাণপণে !

মেঘের উপরে মেঘ, অবিচ্ছেদ—অন্তহীন,
তারি মত চিন্তা এসে পড়ে !
মায়ার জগৎ-মাঝে স্বপ্ন-রচনার মত
কত কি যে,—ভাঙে আর গড়ে !
প্রত্যক্ষ-আলোক-রাজ্য ডুবিয়া গিয়াছে কোথা,
নাই—নাই কর্ম্মের সংঘাত !
আপনারে হারাইয়া— খুঁজিতেছি অন্ধকারে
কার যেন মানস-সাক্ষাৎ !

সন্ধান।

কোন্ রূপে—কোন্ খানে তুমি প্রিয়তম,
বিরাজিত—স্থূল সূক্ষ্ম নহে বোধগম!
প্রভাতের প্রথম কাকলী আনে কানে
যে সঙ্গীত, সে সঙ্গীতে তুমি পশ' প্রাণে!
তরু যে মাথায় ধরে পুষ্প-অর্ঘ্য-ভার—
সে শুধু দেখায় মোরে চরণ তোমার।
নিখিল ভরিয়া বহে মৃদুল পবন,
সে আমারে দিয়ে যায় তব পরশন!
লক্ষ তারা ফুটে রয় নিঃশব্দ আকাশে,
তোমার রহস্য-কথা মোর প্রাণে ভাষে!
হেথা শশী অস্ত যায়—হোথা উঠে রবি—
আমি দেখি, তোমার সে বিভূতির ছবি!
তোমার অসীম ব্যাপ্তি ধ'রেছে আকাশ!
আমারে দিয়েছ ধরা—ওহে অপ্রকাশ!

বেলা।

ঈশ্বর ও কর্ম্ম।

তোমারে গড়িয়া তুলি নর-নারী-রূপে
অনাদি-কারণ—ওহে চির-নিরাকার!
না ল'য়ে সন্ধান হৃদে, পুষ্প, দীপ, ধূপে
শূন্য মন্দিরেতে করি অর্চ্চনা তোমার!
দুর্জ্ঞেয় রহস্য পূরি' ক্ষুদ্র হৃদি-কূপে
মানবের, তুমি স'রে আছ একধার!
বুঝেছে তোমারে যেই, সেই আছে চুপে,
জীবন, মরণ—দুই ভাল লাগে তার!
মিছে গণ্ডগোল করে যে বুঝে যেমন;
কেহ বলে—আছ তুমি, কেহ বলে—নাই!
জানি না'ক সৃষ্টিসনে কি তব বন্ধন;
সৃষ্টির বাহিরে তোমা খুঁজিতে না চাই!
এ পারে জীবের কর্ম্ম—তুমি পর পারে,
আমি বুঝি কর্ম্মশেষে দেখিব তোমারে!

যাও, তবে যাও।

যাও, তবে যাও!

নামহীন– গোত্রহীন, নাহি যেথা নিশি দিন,

অখণ্ড, বিরাট, রুদ্র, বিকট করাল—

জাগে যেথা কাল।

দণ্ড, পল, দিনেকের রেখা,

মুছে দাও নামাঙ্কন-লেখা,

স্নেহের বন্ধন শত, নিষ্ঠুর—অন্ধের মত

ছিন্ন করি' দাও ;

যাও, তবে যাও।

দ্বাদশ মাসের ধূলি, নিয়েছ যা' শিরে তুলি',

দলি' যাও অবহেলে আজি পদতলে,

—রুদ্ধ অশ্রুজলে!

লুপ্ত করি' আপনার নাম,
কাল-অঙ্কে লভ' হে বিশ্রাম!
নিন্দা—গ্লানি করি তুচ্ছ, আজি সেই কথা উচ্চ
মানবে শুনাও;
যাও, তবে যাও।

বল, আর কত দূরে, কত বর্ষ যাবে ঘুরে,
কত কুরুক্ষেত্র, কত ধর্ম্মাধর্ম্মে রণ—
হ'বে সমাপন!
তবে এক নবীন প্রভাতে,
এক ধর্ম্মে—ধরি' হাতে-হাতে,
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পরিহরি,' র'বে এক জাতি ধরি,'—
কবে সে শুনাও;
যাও, তবে যাও।

মেঘ, বহ্নি, বায়ু, রবি,— স্থষ্টির রহস্য-ছবি,

আদিম যুগের নর—বিস্ময়-বিহ্বল,

পূজিত সকল !

অনাবৃষ্টি, শস্য-নাশ-ডরে,

মঘবানে ডাকিত কাতরে ;

যাগধর্ম্মে পশু-বলি দিয়া তারা গেছে চলি,'

—দেখিয়াছ তাও ;

যাও, তবে যাও।

পশুরক্তে—যজ্ঞ-ধূমে, মানব আছিল ঘুমে,

জাগিল নূতন জ্ঞানে—সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সার—

—অহিংসা-আচার !

যাগ-ধর্ম্ম গেল রসাতল,

কর্ম্মফলে মানিল প্রবল ;

সুখ-দুঃখ কর্ম্ম-গত্য, জীবের নির্ব্বাণ সত্য,—

—সেই জ্ঞান দাও ;

যাও, তবে যাও।

পাপীরে হৃদয়ে ধরি',   পাপে তীব্র ঘৃণা করি',

সহিল যে মহাপ্রাণ শত অত্যাচার,

রূঢ় ব্যবহার !

শিখাইল অন্তরের ক্ষমা,

সর্ব্ব জীবে প্রীতি নিরুপমা !

স্বর্গরাজ্য,—ধরাতলে   স্থাপিল প্রেমাশ্রু-জলে,

সে প্রেম শিখাও ;

যাও, তবে যাও।

কোন্ দূর ভবিষ্যতে,   বল, কত যুগ গতে—

মানবের হিংসা, দ্বেষ পাবে পরাভব,

বুঝিবে মানব !

যুদ্ধবার্ত্তা তিরোহিত হ'বে,

মৈত্রী-মন্ত্রে বাঁধিবে মানবে :

জগতের সেই দিন,— কোন্ কাল-গর্ভে লীন,

তুমি ব'লে দাও ;

যাও, তবে যাও !

বেলা।

সুখ দুঃখ জয় করি', ধ্রুব সত্য লক্ষ্য ধরি'—

ছুটিবে মানব কবে পূর্ণতার পানে -

পরিপূর্ণ জ্ঞানে!

রাজা, রাজ্য রবে না তখন,

দুষ্কৃতির হইবে বারণ;

জ্ঞানে-প্রেমে ওতঃপ্রোত, বিশ্ব-ব্যাপী এক স্রোত

ছুটিবে উধাও—

কবে ব'লে যাও!

পৃথিবী।

যখন যেখানে থাকি, ওগো মৃণ্ময়ি,
তোর স্নেহ-ক্রোড় ছাড়া নাহি কোথা গতি ;
তোর পুণ্য-ধূলি-মাঝে ওগো স্নেহময়ি,
শৈশব, যৌবন গত—তাই তোর প্রতি
শত আকর্ষণ ; জানি না'ক তোরে বই।
তোরি বক্ষ দীর্ণ করি' মোরা মূঢ়মতি
নিবাই জঠর-জ্বালা ! কত সহ অয়ি,
অবোধ সন্তান-তরে,—কত না দুর্গতি !

তোরে পদপিষ্ট করি' অভিমান-ভরে—
ধিক্ আমাদের, যদি ছুটি উচ্ছৃঙ্খল !
পড়ি মা গো, অসহায় তোরি ক্রোড়-প'রে ;
রে কঠিনে, তোর মত কে বল, কোমল ?
আগে তুই ছিলি মাগো, র'বি তুই পরে ;
জনমে মরণে স্নিগ্ধ তোরি ক্রোড়তল !

যাত্রা।

এত কষ্টে—এত দুখে, তোমারই অভিমুখে,
বাহিয়া চ'লেছি আমি জীবন-তরণী ;
নাহি জানি কোথা কূল, দিক্ হ'য়ে যায় ভুল,
নাহি জানি কত জন্ম যাইবে এমনি !

জন্ম—জন্ম অন্ধকারে, জীবনের কোন পারে
দিবে নাকি—দিবে নাকি দেখা একদিন ?
জীব-যাত্রা-অবসানে, দাঁড়াইব কোন্ খানে,
পা'ব না কি, পুণ্যময়, তোমার পুলিন ?

এ জীবন-রাত্রি, নাথ, হবে না কি সুপ্রভাত,
অচির-রজনী-পরে চির-জাগরণ ?
ধরণীর দুঃখ, তাপ, জীবনের অভিশাপ,
বল বল, হবে নাথ, কোথা সমাপন !

মায়ার বন্ধন-ডোর, জীবনের মোহ-ঘোর,
বুকের বাড়ব-দাহ, রিপুর তাড়ন ;—
জীবনের কোন্ তীরে, বিলীন হইবে ধীরে,
আশা-উৎসাহের এই ভাঙিবে স্বপন !

তোমারে রাখিয়া দূরে, কত জন্ম গেছে ঘুরে,
কত জন্ম যা'বে পুন, তাও নাহি জানি !
দুর্জ্ঞেয় রহস্য-বন্ধ, নাহি সুর—নাহি ছন্দ,
তুমি ধ্রুব—তুমি লক্ষ্য, তাই শুধু মানি !

জীবনে যা' বুঝিয়াছি, তাই শুধু ধ'রে আছি,
সত্য যাহা পাইয়াছি, ক'রেছি সঞ্চয় !
তাহাই পাথেয় করি,' বহি'ছি জীবন-তরি,
সুখে-দুঃখে করি নাই তোমারে সংশয় !

সুখ—দুঃখ, হাহাকার, দিবালোক, অন্ধকার,
মহামারী—মহাভয়, বজ্র-বাত্যা ঘোর ;—
তোমারি করুণা স্থির, যে বুঝেছে, সেই বীর.
হো'ক্ না জীবন-যাত্রা কঠিন-কঠোর !

ভেসে যাব' স্থির নীরে. সন্ধ্যা আসিবে না ঘিরে,
সুখ হোক্—দুঃখ হোক্, ল'ব না আস্বাদ !
ঠেলি' বিঘ্ন দুই হাতে, ধরি' উল্কা-বজ্র মাথে.
মানুষের মত চাই সহিতে প্রমাদ !

মধ্য-পথে যদি বায়ু, নিবাইয়া দেয় আয়ু,
নিরাশ্রয়ে সেই দিন ল'বে না কি কাছে ?
জন্ম-জগতের তীরে স্মৃতি যেন নাহি ফিরে.
শত বন্ধনের ফের ফেলিয়াছি পাছে !

তোমার প্রশান্ত কূলে, সব যেন যাই ভুলে,
শুধু যেন মনে থাকে—তুমি আর আমি!
আঁখি হ'তে আলো নিও, জগৎ সরায়ে দিও,
তখন চাহিব শুধু তোমারেই, স্বামি!

পুত্রহারা।

শিরে করাঘাত করি' পতি কহে—"কপালে যা' ছিল,হ'য়েগেছে

যার ধন,—নেছে সেই হরি' !—

দাও দাও ছেড়ে দাও।""না না ছাড়িব না,রাখিব গো,"কহে নারী

"রাখিব গো, এই বুকে ধরি' ।"

প্রাণশূন্য-শিশু-দেহ আগ্রহে চাপিয়া ধরে জননী তাহার,

বক্ষে করি' চুম্বে ঘন ঘন !

নিমীলিত আঁখি'-পরে আপনকপোল চাপি' তাপিতে সে চায়,

যদি শিশু মেলে দু'নয়ন !

শিশু না মেলিল আঁখি,—স্পন্দহীন মৃত-তনু অন্ধ-স্নেহ-পাশে—

মাতৃবক্ষে রহিল জড়িত !

'ছেড়ে দাও,ছেড়ে দাও' নিষ্ঠুর কর্ত্তব্য বলে ;'না না ছাড়িব না'—

মাতৃস্নেহ কহে দৃঢ়চিত !

বেলা

পতি ভাবে—"থাক্ তবে উন্মাদিনী, মৃত শিশু বুকে করি,

লঘু ওর হোক্ শোকভার!

তার পরে, উগ্র-মমতার পাশ হইলে শিথিল—দিবে ছাড়ি'-

দিবে শিশু করিতে সৎকার।"

প্রতি দিবসের মত রবি গেল অস্তাচলে; প্রশান্ত গোধূলি;

তার পরে স্তব্ধ অন্ধকার!

জ্বলিল না গৃহে দীপ—কে জ্বালিবে? গৃহদীপ হ'য়েছে নির্ব্বাণ—

এক মাত্র পুত্র নাই আর!

মৃতশিশু-বক্ষে মাতা; পার্শ্বে পিতা রুদ্ধ-শোকে চক্ষে নাহি জল,

শুধু শ্বাস-পতনের রব!

কুক্কুরের পদশব্দ, কভু বা চীৎকার—জনহীন গ্রাম্যপথে

করিতেছে ভয়ের উদ্ভব।

দ্বিতীয় প্রহর নিশি, শববক্ষে উঠিল রমণী, বাহিরিল

অঞ্চলে ঢাকিয়া শিশুদেহ!

ভয়—পাছে দেখে কেহ! কেড়ে ল'বে হৃদয়ের ধন কালি প্রাতে,

আজি রাত্রে দেখিবে না কেহ!

কেহ দেখিলনা পথে,—কোথা যায় উন্মাদিনী; লোকালয় ছাড়ি

বনপথে চলিল রমণী!

নৈশ বায়ু শ্বসি' গেল কর্ণপার্শ্ব দিয়া,—"দিবনা—দিবনা—তোরে'

দৃঢ়কণ্ঠে কহিল অমনি!

প্রান্তরের মাঝে আসি' পথশেষ—পদচিহ্ন লুপ্ত সেই খানে,

অন্ধকারে লক্ষ্য নাহি হয়।

ভাবিবার নাহি অবসর—কোথা যাবে, কতদূর? কেড়ে ল'বে

নিশিশেষে—সেই তার ভয়!

বেলা।

দেবতা কোথায়—যদি সেই রক্ষা করে! যদি বাছারে আমার—

দয়া করি' লুকাইয়া রাখে!

আমার বুকের ধন কেন চাহে লোকে? আমার ত আর নাই—

এই কথা বুঝা'ব কাহাকে?

'পেয়েছি—পেয়েছি" বলি' দাঁড়া'ল রমণী! একবার চাহি' চারিদিক্

আরবার চলিল কোথায়!

ভগ্ন এক দেবালয়-দ্বারে উপনীত; বক্ষে আঁটি শিশুশবে—

উদ্দেশে নমিল দেবতায়!

মুক্তদ্বারে পশিল রমণী; মন্দিরে শৃগাল ছিল, বাহিরিল

ভীতকণ্ঠে করিয়া চীৎকার!

"হেথা কেহ পাবে না সন্ধান—নিষ্ঠুর মানব নাহি হেথা,

কেড়ে নিতে বাছারে আমার।"

রুদ্ধ করি' দিল দ্বার ; মৃত-শিশু বক্ষে করি' রহিল রমণী,

একাগ্রে কি চাহিল সন্তানে ?

জননীর অন্তরের কথা শুনিলেন অন্তর্যামি ? বুঝিলেন—

কি করিছে জননীর প্রাণে ?

পরদিন বার্ত্তা প্রচারিল গ্রামে—পুত্র-শোকে উন্মাদিনী নারী

করিয়াছে প্রাণ বিসর্জ্জন !

পতি তার স্থির চিত্তে করিল শ্রবণ ! কি করিবে—নিরুপায় !

নিল শেষে দৃঢ় করি' মন।

তৃতীয় দিবসে আসি' কহিল রাখাল এক—"সত্য সত্য আজি

শুনিয়াছি প্রেতের রোদন !

ভূতাবিষ্ট মন্দির সে, ভয়ে মোরা নাহি যাই ত্রিসীমায় তার,

ভাগ্যে ভাগ্যে পেয়েছি জীবন !"

বেলা।

'মিথ্যা বলি' হাসি' উড়াইল কেহ ; কেহ বলে 'হ'বে সত্য কথা,

সে মন্দির ভূতের ভবন।'

'ভূত কিম্বা দুষ্ট লোক হ'বে', কহে আর জন, 'চল দেখি গিয়া,

হইবেক সন্দেহ ভঞ্জন।'

শত হস্ত দূরে মন্দিরের—কহে কেহ "অই শুন শিশুর ক্রন্দন,

প্রেতযোনি—তাহে ভুল নাই।"

কেহ কণ্টকিত-দেহ, ভূত-ভয়ে ভীত স্বরে ঘন রাম-নাম,

কেহ কহে, চল ফিরে যাই।

বহু তর্কপরে সাহসিক তিনজন, অগ্রসরি' গেল চলি',

দেখে রুদ্ধ মন্দির-দুয়ার।

করাঘাতে জীর্ণদ্বার গেল ভাঙি' ;—দেখে মধ্যে মূর্চ্ছাতুরা নারী,

বক্ষে তার জীবিত কুমার !

অবসান।

ভূত শতাব্দীরে করি' উজ্জ্বল মহান্
বৃটনের রাজলক্ষ্মি, করিলে প্রস্থান
কোন্ মহালোকে ? তব সিংহাসন'-পরে—
দেখিতে পাইব কি গো, তব বংশধরে,
তব আশীর্ব্বাদ-পূত কিরীট-মণ্ডিত
বৃটনের উচ্চশির অনবনমিত ?
চির-সমুদিত রবি, চির-সমুজ্জ্বল,
সুবিস্তীর্ণ মহারাজ্য ব্যাপি' ধরাতল !
জয়শ্রী প্রসন্ন সদা, চির-অবিচলা ;
জ্ঞান, শক্তি, প্রেম—তিন নীতিতে কুশলা !
ক্ষমাধর্ম্মে নিত্য-ব্রতী—দ্রব করুণায়,
তোমার সমান কোথা পাইব ধরায় ?
পৃথিবীর মাতৃশোক আজি বুকে জাগে,
গৃহে গৃহে হাহাকার সকল ভূভাগে !

রেণু।

('রেণু' কাব্য পড়িয়া)

নহ তুমি তুচ্ছ রেণু—ধূলি পৃথিবীর,
পথে লীন লঘু অতি! তুমি গো বাণীর
পাদপদ্মে অভিষিক্ত শিশির সুন্দর ;
ছুঁইতে না সরে মন—পূত, স্নিগ্ধতর!
প্রাবৃটের ছবি তুমি ; যোগিনী সন্ধ্যার
নির্ব্বাণ-কামনা-শান্তি ; অগ্নি-পরীক্ষার—
বিশুদ্ধ কাঞ্চন তুমি! নির্ম্মম সংসারে
কবির প্রতিভা তব—করুণার ধারে!
আঁখি-জলে এঁকে দেছে তব গম্য পথ
বিরহ! চ'লেছ তুমি সুধীর সংযত—
নীরবে মুছিয়া আঁখি! তোমার নিশ্বাস
করিছে না ব্যাকুলিত সন্ধ্যার বাতাস!
দুঃখেরে বরণ করি' নেছ কণ্ঠে তুলি,
করুণ ঝঙ্কার তব তুলিছে অঙ্গুলি!

যখন সে গেল চ'লে।

যখন সে গেল চ'লে, কেন না ধরিনু তার
দুখানি চরণ?
ওগো সখি, কেন নাহি করিনু বারণ?
কে জানে এমন ক'রে,
শেষে সে কাঁদা'বে মোরে,
কেন সখি, ভাবিনি' তখন!

তাহার ফুলের মালা, কেন সে পরা'য়ে গেল-
কবরী জড়া'য়ে
বকুলের কাঞ্চী মম নিতম্বে দোলা'য়ে?
কেন সে নিপুণ-হাতে
প্রসাধন-তুলিকাতে
গেল সখি, চরণ রাঙা'য়ে?

বেলা

সখি, সে আদর ক'রে, ব'লেছিল কত কথা-

আমার শ্রবণে !—

মুগ্ধ-মধুপ যথা প্রেম-গুঞ্জরণে !

নারী-গর্ব্বে চাহি নাই,

অভিমান হোক্ ছাই,

আজি চাহি লুটা'তে চরণে !

কোন্ পথ দিয়া গেছে, সখি, কোন্ দিকে সেই ?

চরণে ধরিয়া,

তাহারি সমুখে মান টুটিয়া ভাঙিয়া,

ডাকিয়া আনিব তারে,

ক্ষমিবে না অবলারে,

অপরাধ যা'বে না ভুলিয়া ?

সে গিয়াছে, তারি সাথে   বসন্ত, মলয় চলি'—

পিক-কুহরণ!

সখি, এই পথে বুঝি গিয়াছে সে জন!

মুছে গেছে তারি পায়,—

শিশির তৃণের গায়,

—ছিঁড়ে গেছে লতার বন্ধন!

সখি, তার দুখে বুঝি—   শেফালী ঝরিয়া গেছে

নিশা-অবসানে!

ব্যথা লাগিয়াছে তার কুসুম-পরাণে!

যাই সখি, চল চল,

ধরি গিয়ে পদতল,

কাজ নাই আর অভিমানে!

প্রার্থনা।

যা' দিবার দিও তুমি, ল'ব শিরে ধরি',
যা' নিবার নিও তুমি, কাঁদিব না স্মরি' !
কি যে ভাল, কি যে মন্দ,—বুঝিবার ভার—
হে নাথ, জীবনে যেন নাহি লই আর !
ক্ষোভ যেন নাহি করি ক্ষতি-বোধ-হেতু—
বুঝি যেন কল্যাণের সেই সূক্ষ্ম সেতু !
দ্বিধা-মাঝে যদি জ্ঞান করে টলমল,
তাতে যেন না হারাই বিশ্বাসের বল !
ডুবে যদি থাকি কভু আপনার মাঝে—
আমারে জাগায়ে দিও এ বিশ্বের কাজে।
ডেকে নিও তার পরে,—দিও অবসর ;—
দাঁড়াইব কাছে গিয়ে যুড়ি' দুটী কর !

ভিক্ষুক।

জীর্ণ চীরে অঙ্গ ঢাকি', ছল ছল দুটী আঁখি,
দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছ কে তুমি, ভিক্ষুক ?
শীর্ণ দুটী করতল কে দিবে ভরিয়া বল্,
নাই—নাই এ সংসারে দয়া এত টুক !

তুমি আর্ত্ত—ক্ষুধাতুর,— দিবে তোমা' করি দূর,
পথের কুক্কুর হ'তে অধম ভিক্ষুক !
দিবে তোমা' তীব্র গালি,— তুমি সরমের ডালি—
ভাবিবে মাথায় ধরি' জগত বিমুখ !

উদয়াস্ত ঘুরি দ্বার, দেখিতেছ অন্ধকার,
মুষ্টি-ভিক্ষা মিলে নাই—তোমার, ভিক্ষুক !
ভেঙে পড়ে জানু দুটী, শক্তি তব গেছে টুটি,
ধূলিতলে পড়ি' তাই রোদন-উন্মুখ !

বেলা।

তোমার বিবর্ণ মুখে, ছায়া পড়িয়াছে ঝুঁকে,
তরু সে আশ্রয় দেছে, ভাবেনি ভিক্ষুক!
এখানে তাড়না নাই, উঠনা উঠনা, ভাই,
যদিও এখানে তব ভরিবে না ভুক্!

দূরে থাক্ লোকারণ্য— সেথা তব নাহি অন্ন,
গৃহের ত নহ তুমি—পথের ভিক্ষুক!
কর্ম্ম-কোলাহল-মাঝে, সেথায় কি ব্যথা বাজে,
হাহাকারে সেথা কারো কেঁদে উঠে বুক?

রজতের ঝঞ্ঝনায়, আর্ত্ত-কণ্ঠ ডুবে যায়,
সেথা তুমি যেও না'ক, অবোধ ভিক্ষুক!
কঠিন প্রাচীর-বেধ, নাহি তাহে রক্ত-মেদ,
নির্ম্মম নিষেধ সেই, নিতান্ত বিমুখ!

মরিতে পাবে না স্থান, ভিক্ষুকের তুচ্ছ প্রাণ,—
নহে যোগ্য ধূলির, সে—অধম ভিক্ষুক!
উঞ্ছ দিবে কর ভরি', যাবে সেই আশা করি',
সুকঠিন লাঞ্ছনায় হ'বে অধোমুখ!

ভিক্ষুকের ক্ষুধা কেন, জঠরের জ্বালা কেন,
ধিক্কার আসে না মনে, ক্ষুধিত ভিক্ষুক!
মরণের দ্বার খোলা, সেথা সব যায় ভোলা,
সেখানে নিষেধ নাই—নাই দৈন্য-দুখ!

তবে আর কাজ নাই, যেওনা'ক কোন ঠাঁই—
ভিক্ষাপাত্র টেনে ফেল, হে ভাই ভিক্ষুক!
আজি দৈন্য হোক্ শেষ— ঘুচুক্ সকল ক্লেশ,
অমৃতে মণ্ডিয়া দিক্ তব ম্লান মুখ!

নারী ।

তোমারে বুঝিতে চাই, বুঝিতে পারি না, তবু,
শতবার হেরি !
বিশ্বের বিস্ময় তুমি ! জানি না'ক আছে তোমা'
কি রহস্য ঘেরি' !
জগতের মুগ্ধ-দৃষ্টি তোমার চরণে লুটে
পরাজয় মানি' ;
বীর-গর্ব্ব দেছে বীর, কবি পুষ্পাঞ্জলি তোমা'
করি পুট-পাণি !

বিদ্রোহ-বিপ্লব মাঝে— তুমি মুছাইয়া দাও—
শোণিতের লেখা !
স্বার্থের সংগ্রাম-মাঝে আত্মবিসর্জ্জন ল'য়ে
তুমি দাও দেখা !

দুর্দ্দিনের অন্ধকারে,— ধ্রুবতারা-সম তুমি

হও গো, উদয়!

বিষদিগ্ধ-বাক্যবাণে দীর্ণ মানবের কর্ণে

শুনাও অভয়।

তোমার করুণ নেত্র— ভরি' উঠে পর-দুঃখে,

চারু মুক্তা ঝরে!

তোমার হাসির ছটা— আলো করে সৌভাগ্যের

উদয়-শিখরে!

তোমার প্রেমের উৎস মর্ত্ত্যের শ্মশান-ভূমে

বহে মন্দাকিনী!

তোমার স্নেহের নদী জেগে রহে মাতৃরূপা—

জগত-পালিনী!

যেথায় অপূর্ণ আশা, শিয়রে মরণ জাগে,
সুখে—অবসান !
যেথা রবি, শশী ডুবে, সেথা তুমি বিধাতার
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।
দণ্ডে দণ্ডে যেথা নর— জীবন-সংগ্রামে যুঝি'
করে আত্মক্ষয়,—
নাহি জানে অবসাদ,— সেথা তুমি বরহস্তা
দেবতা উদয় !

তোমার সৌন্দর্য্য-মাঝে— জন্ম লভিয়াছে প্রেম,
ঘুরে তোমা' ঘেরি' !
তোমার কোমল-কান্ত— অকলঙ্ক মুখে চাহি'
স্বর্গ-শোভা হেরি।
তোমার কল্যাণ-করে শ্রীসম্পদ ভরি' উঠে,
তুমি তাই আন'।
তোমার অঞ্চলে বাঁধা— চঞ্চল মানব-সুখ,
তুমি নাহি জান' !

তুমি নারি, প্রেম-পুণ্যে— রও, বিরাজিত রও

সমুচ্চ আসনে !

দিবে পুষ্পাঞ্জলি কবি, বিজয়-মুকুট বীর,—

তোমার চরণে !

তোমারে চাহিয়া নর,— দুর্ব্বহ-জীবন-ভার—

ক্ষণে যা'বে ভুলে !

পাপ-পঙ্ক-কুণ্ড হ'তে— আপনারে ক্ষণে ঊর্দ্ধে

রাখিবেক তুলে !

প্রকৃতির প্রতি।

অমনি করিয়া তুমি, দাঁড়াও সম্মুখে মম
দেখি আঁখি ভরি’ ;
সঙ্কীর্ণ আঁধার-ছায়া হৃদয়ের প্রান্ত হ’তে
যাক্ ধীরে সরি’।

তিমির-প্রপাত-সম পড়ুক্ পশ্চাতে বহি’
তব কেশভার !
দীপ্ত প্রভাতের মত দাঁড়াও উন্মুক্ত তুমি,
সম্মুখে আমার !

তোমার সস্মিত-হাসি—ভাসিয়া উঠুক্ দিক্—
অরুণ-ছটায় !
তোমার অঞ্চল-খানি চঞ্চল মেঘের মাঝে
লুটাক্ লীলায়।

বেলা !

নিটোল কপোলে তব মাখাইয়া দিক্ ঊষা
স্বর্ণ আভা তার।
তোমার চরণ-তলে, রক্ত-কোকনদ দিক্
বর্ণ উপহার !

তোমার সীমন্ত-মাঝে গোধূলি আঁকিয়া দিক্—
সিন্দূরের রেখা।
তোমার ললাট পটে দিক্ স্বচ্ছ শরতের—
খণ্ড শশী দেখা !

তোমার সৌন্দর্য্য-সুধা আকণ্ঠ করিয়া পান
হইব বিভোর।
তব বর্ণে তুলি ভরি'—মানসী-প্রেয়ার ছবি,—
এঁকে নিব মোর !

বেলা।

নির্জ্জনে নিবিড়-ধ্যানে অপার রহস্য তব
উঠিবে ফুটিয়া!
কল্পনার উৎস-মুখে যত কিছু বাধা-বন্ধ
যাইবে টুটিয়া!

মুখোমুখী তব সনে, পশ্চাতে রহিবে পড়ি'
বিশ্ব কোলাহল!
সত্য-স্বপ্নে জাগি' রব, আমারে ঘেরিয়া র'বে
সৌন্দর্য্য কেবল।

আসিবে কল্পনালোকে চিত্রিত অমর বর্ণে—
শত ছবি ভেসে।
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে র'ব,—তোমার কুহকদণ্ড
ঘুরাইবে হেসে!

তোমার বিভব-মাঝে আমারে ডুবা'য়ে দিও,
চাহিব না ফিরে !
সংসার-বিপণি হ'তে আমারে রাখিও দূরে
স্নেহবাহু ঘিরে।

তোমার অপাঙ্গ হ'তে পড়িবে করুণা ঝরি,'
তাই লব মাগি' !
তোমার চরণ-প্রান্তে একান্তে বসিয়া র'ব
উদয়াস্ত জাগি'।

তোমার কল্যাণ-পূর্ণ অখণ্ড প্রসাদ-খানি
মাগি' ল'ব মাথে ;
তোমাতে রহিব মগ্ন জীবনের সর্ব্ব দৈন্য
রাখিয়া পশ্চাতে !

ধুতূরা।

চৈত্র-দিবা অবসান—প্রতপ্ত বাতাস,
গায়ে লাগিতেছে যেন কার উষ্ণ শ্বাস।
ধূসর পাংশুল ক্ষেত্র—হৃত-শোভা-রাশি,
শস্যরত্ন লুটি' তার নিয়ে গেছে চাষী।
হেথা কণ্টকিত গুল্ম—সেথায় ধুতূরা,
কে চাহে তাহার পানে—বিরহ-বিধুরা?
কেহ নাহি যায় কাছে, কাঁটা-ভরা ফল,
পত্র-মূল-রসে তার তীব্র হলাহল!
তবু সে ধ'রেছে তার শ্বেত, স্বচ্ছ ফুল,
কার তরে ফুটা'য়েছে সুষমা অতুল?
পৃথিবীর মলিনতা রাখি পত্রে, মূলে—
স্বর্গ-পানে ফুটাইয়া রাখিয়াছে ফুলে।
আমার দিবার মত কিছুই ত নাই—
বুকে মরু, চেয়ে আছি শূন্য-পানে তাই!

আকাশের মত।

আকাশের মত যদি হইতে উদার
রমণি! অমনি স্নিগ্ধ মেঘচ্ছায়া ধরি'
রহিতে মরুর'পরে; ঢালি' জ্যোৎস্না-ধার
পৃথিবীর অন্ধকার দিতে অপসরি'।
বিদ্যুতে কটাক্ষ হানি', বরষি' আসার
শ্মশানের চিতা-ভস্ম দিতে ধৌত করি'!
অমনি অসীম-স্নেহে ব্যাপি' দুই ধার
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ব্যবধান রহিতে আবরি'।

দেখিতাম রৌদ্ররূপ মধ্যাহ্নে তোমার,
সায়াহ্নে কোমল-কান্ত তব মুখচ্ছবি!
এ বিশ্ব রহিত চাহি' মুগ্ধ অনিবার
তব পানে; সীমা তব পাইত না কবি!
যখন যেখানে থাকি, রহিতে গো ঘিরে,
অমনি উদার প্রেমে জন্ম-মৃত্যু-তীরে!

মরণ মধুর।

কর্ম্ম-কোলাহল হ'তে দূর নিরজনে
আমারে লইয়া যেও—যেখানে শ্রবণে
বাজে না বিদায়-ব্যথা ; শঙ্কা নাহি জাগে
আসন্ন বিরহ ভাবি' ; ব্যর্থ-অনুরাগে
হাহাকার নাহি উঠে ; বাহুর বন্ধন
না পড়ে শিথিল খসি' ; আকুল ক্রন্দন
মৃত্যুরে বেড়িয়া নাহি তুলে উচ্চ রোল !
সেথা মোরে ল'য়ে যেও ; জননীর কোল
দিবে রচি' নদীতীর, বালু উপাধান !
আনিবে নয়ন-'পরে সুস্নিগ্ধ নির্ব্বাণ—
অনন্ত-সুষুপ্তি মৃত্যু ! মাথার উপরে
সপ্তর্ষি জাগিয়া র'বে স্বচ্ছ নীলাম্বরে !
শব্দ-রাজ্য র'বে পড়ি'—পিছে দূর-দূর—
শিয়রে প্রশান্ত-মৌন মরণ মধুর !

বৈতরণী-তীরে।

একে একে কেড়ে নাও, দিয়েছ যা'—নিয়ে যাও,
শুধু বুকে ভরি' দাও তোমার বিশ্বাস।
মিছে প্রাণপণ করি' দু' হাতে জড়া'য়ে ধরি
পৃথিবীর ধূলা মাটী—মমতার পাশ!

নগ্ন করি নাও মোরে, ধূলা ঝাড়ি' তব ক্রোড়ে,
পুরাতন জীর্ণ বাস থাক্ পড়ি' পাছে!
নিষ্কলঙ্ক বাহু খানি মুছে দিক্ সর্ব্ব গ্লানি,
জীবনের পাপ তাপ যত কিছু আছে!

এ পারের সীমা-রেখা— এই খানে শেষ দেখা
আকাশ-ধরণী-বদ্ধ ক্ষুদ্র কারাঘর!
সম্মুখে বিমুক্ত হোক্— অপার অনন্ত লোক,
উদয়াস্তহীন চির অশব্দ প্রহর!

ফিরে যাক্ কুল হ'তে— আমারে মরণ-স্রোতে—
যে যার আপন বাসে— রাখিয়া একেলা !
আজি আর নাহি ভয়, যাব, যেথা যেতে হয়,
নূতন কূলের আশে ভাসাইনু ভেলা।

মুখর ঝিল্লির তান, বিহগের কলগান,
পাছে থাক্ জগতের জন-কোলাহল !
পাছে থাক্ দিবানিশি, আলো অন্ধকারে মিশি,
পাপ-পুণ্য, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মঙ্গলামঙ্গল।

পাছে থাক্ হাহাকার, ব্যর্থ নয়নের ধার,
দেখিতে চাহি না আর ফিরিয়া নয়ন !
ভেঙে যাক্ সব ভুল, জীবনে যা' বদ্ধমূল,
টুটে যাক্ মমতার সকল বন্ধন।

বিদায় থাকুক্ পাছে, মিলন মেলিয়া আছে—
আগে ভাগে দুটী বাহু করুণ-কোমল।
সেথা মোরে নিবে টানি, ঘুচায়ে সকল গ্লানি,
জননীর কোল সম সে যে গো শীতল!

এ পারের জন্মরেখা, মুছে যাবে দেখা, শেখা,
নূতনের মাঝে হবে নব পরিচয়!
গত জন্ম স্বপ্নসম— পড়িবে না মনে মম,
নব প্রভাতের আলো ভরিবে হৃদয়।

ভক্ত ।

তোমারে চাহিয়া দেবি, জীবন করিব ক্ষয় ;
জানিব না—বুঝিব না, তোমার হৃদয় !
পূজা-হেতু অর্ঘ্য করি'
দুয়ারে রহিব ধরি' ;
তুমি দেবতার মত নির্ম্মম পাষাণ—
জানিব না—বুঝিব না—লবে কি না দান !

কাঁপিলে কাঁপিতে পারে অর্ঘ্য মোর করে ;
ক্ষমা ক'রো হেন ত্রুটি—বাক্য নাহি সরে !
হোক্ তৃণ—হোক্ ফুল,
তুচ্ছ তাহে নাহি ভুল,
অঞ্জলি করিয়া দিব সিংহাসন-তলে ;
তার পর দিও দেবি, ভাসাইয়া জলে !

সেই তৃপ্তি—সেই সুখ—সেই মম জয় ;
তার কাছে অতি তুচ্ছ—লঘু বিনিময় !
সমস্ত জীবন ধরি'
যত কিছু জড় করি,—
গাঁথি মালা—তুলি ফুল, ভাবি, দিব কারে ?
বহু আশে ল'য়ে যাই তোমার দুয়ারে !

সেথা আমি আপনার নিস্ফল সঞ্চয়
সফল করিতে চাই,—মনে জাগে ভয় !
শুধু গো তোমারি আশে,
দাঁড়াই দুয়ার-পাশে ;
নত নেত্রে চেয়ে থাকি তব পাদপীঠে ;
চাহিতে না পারি দেবি, তোমার কিরীটে !

ফিরে আসি রিক্ত করে, পুন তুলি ফুল,
গাঁথি মালা,—একি এক জীবনের ভুল !
কর্ম্মমাঝে কর্ম্মহীন,—
কাটে জীবনের দিন ;
লোকে উপহাস করে—আমার মতন
বাতুল নাহিক মিলে খুঁজিয়া ভুবন !

যা দেই তোমারে দেবি,—সে মম সফল ;—
কর্ম্মহীন জীবনের অখণ্ড সম্বল !
খণ্ড করি'—মাপ করি',
তিল তিল স্বার্থ ধরি'
বিতর্ক-বিচার ল'য়ে থাকুক্ সংসার !
আমি তুলি ফুল—রচি পূজা-উপচার !

চিরদিন আমি তাই—দুটী হাতে ভরি'
যা' পাই লইয়া যাই, বহু ভক্তি করি' !
আমি যাহা দিই আনি,
তুমি জান, আমি জানি ;
তাই পদতলে ঢালি—দীন উপহার ;
তাতেই কৃতার্থ দেবি, জীবন আমার !

প্রভাতে গেঁথেছি ফুল, প'রেছি গলায় ;
ছিঁড়ি মালা কত দিন ফেলিয়াছি পায় !
কৈশোরে অঞ্জলি ভরি'
তুলি ফুল যত্ন করি'
ভাবিয়াছি দিব কারে ?—পরি নাই গলে !
দিনশেষে আনিয়াছি তব পদতলে।

বিদ্যাপতি ।

তোমার নয়নে কার রূপ-রশ্মি-লেখা
লেগেছিল একদিন ? না পাইলে দেখা
কার, ফুরিত না কবি, তব ছন্দোগীত ?
কি গূঢ় রহস্য-মাঝে তোমার চরিত
লভিল কবির যশ ? কে দিল জীবনে
অতৃপ্ত রূপের তৃষা ? ক্ষুধিত শ্রবণে
খুঁজেছিলে কার তুমি কণ্ঠস্বর-সুধা
জন্মভোর ? হায় কবি, মিটে নাই ক্ষুধা !
কার কেশ-ধূপ-বাস নিতে শ্বাসে ভরি'
অপূর্ব্ব পুলকে তুমি ? কারে ধ্যানে ধরি'
রাখিলে হৃদয়পদ্মে সঁপি' আপনারে—
একান্তে ভক্তের মত ?—চিনি আমি তাঁরে !
নহে জনশ্রুতি সেই ;—শিবসিংহ-প্রিয়া—
তোমার কবিতালক্ষ্মী, নহে পরকীয়া !

অভেদ।

সুখে—দুঃখে দুই জনে, যুঝে চলি প্রাণপণে,
বাহুতে বাহুতে বাঁধি, হৃদয়ে হৃদয় !
দোঁহে দোঁহা করি' ভর, বহি পথ সুদুস্তর,
এক ভাগ্য দু জনার—জয় পরাজয় !

একই নিগড় পরি, স্নেহের বন্ধন ধরি,
এক চাঁদ মুখে করি দু জনে চুম্বন !
এক শোকে কাঁদি দোঁহে, ডুবে থাকি এক মোহে,
এক লক্ষ্য দু জনার—এক অন্বেষণ !

যুঝি এক স্বার্থ লাগি', এক প্রেমে অনুরাগী,
এক দীপে দু জনার অন্ধকার হরে !
এক বায়ু শ্বাসে ভরি, এক শস্যে ক্ষুধা হরি,
এক অন্ধকারে নিশি দোঁহারে আবরে !

বেলা।

এক পুণ্য—এক পাপ, আশীর্ব্বাদ—অভিশাপ,
এক নিয়তির দাস—এক পরিচয়!
এক সংশয়ের কোলে, দু'জনার চিত্ত দোলে,
এক শত্রু দোঁহে মানি—দোঁহে এক ভয়!

এক স্বর্গ দোঁহে জানি, এক ভগবান মানি,
এক করুণায় করি দুজনে নির্ভর!
এক কর্ম্ম—এক যোগ, এক তৃপ্তি—এক ভোগ,
এক ধর্ম্ম দু'জনার মাথার উপর!

এক প্রলয়ের সাথে, বাঁধি দোঁহে হাতে হাতে,
এক মিলনের মাঝে দোঁহার বিলয়!
সৃষ্টি-স্থিতি চূর-চূর, তারি মাঝে এক সুর,
দুজনে অভেদ—সেথা, একাকারময়!

কর্ম্মহীন।

কোন কাজ হাতে নাই, কারো কাছে নাহি যাই,
বীণায় জমাট সুর—দিক্‌ভরা আলো!
তাই বাসি ভালো!
বিহগ প্রভাতী গায়, নদী কুল-কুল ধায়,
আকাশের ছায়া তার জলে পড়ে কালো!
তাই বাসি ভালো!

শুধু চেয়ে থাকা!
মধ্যাহ্ন মাঠের পানে, কত দূরে কেবা জানে—
আকাশের যবনিকা পড়িয়াছে ঢাকা!
শুধু চেয়ে থাকা!
অতি দূর নীলাকাশে, বিহগ মন্থরে ভাসে,
অনন্তে মিশিতে চায় মেলি' দুটী পাখা!
শুধু চেয়ে থাকা!

বেলা।

প্রাণ ভ'রে যায়!

আকাশে মেঘের ঘটা, চমকে তড়িত-ছটা,

নিকষে কনক-রেখা ক্ষণেকে মিলায়!

প্রাণ ভ'রে যায়!

কূলে-কূলে নদীজল, ছল-ছল—ঢল-ঢল,

তরুণীর মত তার যৌবন ছাপায়;—

প্রাণ ভ'রে যায়।

সে কি ভোলা যায়?

ধব্ ধব্ শুভ্র কাশে, ধরণী-জননী হাসে,

শ্যামল আঁচলখানি ভ'রেছে সোণায়!

সে কি ভোলা যায়?

শরতের নীলাকাশে, কুমুদরঞ্জন হাসে,

কিরণ উথলি পড়ে আকাশের গায়!

সে কি ভোলা যায়?

দেখিছি কি ভুল!

কুহেলি-গুণ্ঠনে ঢাকা, আকাশে মলিন রাকা,

শ্যামাঙ্গে ধরণী দেছে লূতার দুকূল!

দেখেছি কি ভুল!

অপরাজিতার বেণী, শোভে তায় মুক্তাশ্রেণী,

কণ্ঠে শেফালীর মালা, মেখলা বকুল!

দেখিছি কি ভুল!

হর্ষ নাহি ধরে!

উদ্দাম দক্ষিণ বায়, ধরণী রোমাঞ্চ-কায়,

চূত-মঞ্জরীর গন্ধে ভ্রমর গুঞ্জরে।

হর্ষ নাহি ধরে।

কলকণ্ঠে ডাকে পিক— ধ্বনি উঠে ভরি দিক্,

বিহগমিথুন চঞ্চু চুম্বে প্রেমভরে!

হর্ষ নাহি ধরে!